দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 18 MAR 1998
পৃষ্ঠা ৯ কলাম ৪

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের খামারে বিপুল লোকসান হইতেছে

ফরহাদ আহাম্মেদ ।। বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের খামারগুলিতে লক্ষ লক্ষ টাকা লোকসান হইতেছে। অব্যবস্থাপনা, অতিরিক্ত শ্রমিক, কাজে ফাঁকি, পরিকল্পনার অভাব, দুর্নীতি, চুরি, নিরাপত্তাহীনতা, সেচের অভাব, মেকানাইজেশনের অভাব, অপ্রতুল বাজেট ইত্যাদি কারণে এখানকার খামারগুলিতে লাভের পরিবর্তে লোকসান হইতেছে।

খামারগুলি মূলতঃ ছাত্র-শিক্ষকদের শিক্ষা ও গবেষণা কার্য পরিচালনার জন্য বিভিন্ন ধরনের সেবা ও সুযোগ প্রদান করিয়া থাকে। তাছাড়া প্রদর্শনীর মাধ্যমে বিভিন্ন ফসলের উন্নত চাষ পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া এলাকার কৃষকদের উদ্বুদ্ধকরণসহ প্রধান ও জনপ্রিয় ফসলের প্রত্যায়িত বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও কৃষকদের মধ্যে বীজ সরবরাহ করা হয়।

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ৯টি খামার আছে। এইগুলি হইল সমন্বিত কৃষি খামার, উদ্যান তত্ত্ব, খামার, কৃষিতত্ত্ব খামার, গবেষণাগার, কৌলিতত্ত্ব ও উদ্ভিদ প্রজনন খামার ডেয়ারী খামার, পোল্ট্রি খামার, ভেড়া-ছাগলের খামার, মৎস্য খামার ও স্থল পরিকল্পনা খামার। সমন্বিত কৃষি খামারে মোট ২৫৫ দশমিক ৫৫ একর জমির মধ্যে ২২৪ দশমিক ০৫ একর আবাদী, ৩১ দশমিক ৫০ একর অনাবাদী। ইহার মধ্যে ১৫৫ একর সেচ সুবিধাসহ এবং ৬৯ দশমিক ০৫ একর সেচ সুবিধাবিহীন। ফসলের নিবিড়তা মাত্র ১৫৭। এই খামারে ধান, গম, পাট, সরিষা, তিল, বিভিন্নজাতের ডাল, সূর্যমুখীসহ বিভিন্ন ফসলের আবাদ করা হয়। এই ফসল বিক্রির টাকা হিসাব শাখায় জমা দেওয়া হয়। কিন্তু আয়-ব্যয়ের কোন মূল্যায়ন করা হয় না, অথবা কোন জবাবদিহিতা করিতে হয় না। এই খামারে বছরে ১৫ লক্ষ টাকার বাজেট হয়। কিন্তু ব্যয় হয় ২০ লক্ষ টাকা।

উদ্যানতত্ত্ব খামারে-ফল, শাকসবজি, ফুলের চাষাবাদ, গবেষণা, উৎপাদন, বিতরণ ও প্রদর্শন করা হয়। এখানে মোট ৬৪ একর জমির মধ্যে ৪৮ একরে চাষাবাদ হয়। এই খামারে আম, নারিকেল, সময় অযত্ন অবহেলায় থাকে। ফলে ১০/১৫টি গবাদিপশু প্রতিবছর মারা যায়। উৎপাদিত দ্রব্যের বিক্রির টাকার সঠিক হিসাব পাওয়া যায় না।

হাঁস-মুরগীর খামারেও লাভের স্থলে লোকসান হইতেছে। অথচ বেসরকারী খামারে লাভ ঠিকই হয়। তবে এই খামার ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা, হাঁস-মুরগীর উন্নয়নে গবেষণা ও সম্প্রসারণে ল্যাবরেটরী হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এখানে উন্নতজাতের হাঁস মুরগী, কবতর ও কোয়েল লালন পালন এবং উৎপাদন করা হয়। উৎপাদিত ডিম ও মাংস বিক্রি করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাব শাখায় জমা দেওয়া হয়।

এই খামারে ১৯৯২-৯৩ সনে ব্যয় হইয়াছে ৪ লক্ষ ১ হাজার টাকা, আয় হয় ৩ লক্ষ ৭১ হাজার ১২৪ টাকা। অর্থাৎ লোকসান ২৯ হাজার ৮৭৬ টাকা। ১৯৯৩-৯৪ সনে লোকসান হইয়াছে ৪৬ হাজার ৪০৯ টাকা। ১৯৯৪-৯৫ সনে লোকসান হইয়াছে ১ লক্ষ ২৮ হাজার ৬৬১ টাকা।

মৎস্য খামারে লোকসান হয় না। ক্যাম্পাসে মোট ১৭টি পুকুর থাকিলেও মাছ চাষ হয় মাত্র ৯ টিতে। ইহার মধ্যে ৬টি মৎস্য বিজ্ঞান অনুষদের অধীনে, বাকীগুলি বিভিন্ন খামারের অধীনে। খামারগুলি ছাত্র-ছাত্রীদের ব্যবহারিক ক্লাস ও গবেষণার কাজে ব্যবহৃত হয়। ১৯৯২-৯৩ অর্থ বছরে মোট আয় হয় ১,৮১৮২৮ টাকা এবং ব্যয় হয় ৪৮,৮৬০ টাকা। ১৯৯৩-৯৪ অর্থবছরে আয় ১,৫৪,২১৩ টাকা এবং ব্যয় ৫৮,৯৬৮ টাকা। ১৯৯৪-৯৫ অর্থবছরে আয় ২,১৭,২৮৭ টাকা এবং ব্যয় হইয়াছে ৫৯,৯১৪ টাকা। অর্থাৎ প্রতিবছরই লাভ হইতেছে। বাকী পুকুরগুলিতে মাছ চাষ করিলে লাভের পরিমাণ আরও বাড়িয়া যাইত। পুকুরগুলিতে নিরাপত্তার ব্যবস্থা জোরদার করা হইলে মাছ চাষে আরও আয় হইত।

কৃষিতত্ত্ব খামার গবেষণাগারে প্রায় সম্পূর্ণই ব্যবহারিক ক্লাস ও গবেষণার কাজে ব্যবহৃত হয় বলিয়া এখানকার আয় ব্যয়ের দিকে কোন গুরুত্ব দেওয়া হয় না। উদ্ভিদ প্রজনন ও কৌলিতত্ত্ব খামারের অবস্থাও বেহাল। একটু সচেতন